শহর ও জেলার খবর

কলকাতা ময়দানে আইএনএ স্মৃতিস্মারকের কাছে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে পুলিশের গান স্যালুট। —দিলীপ দত্ত

মহিলারা তাল গুলিয়ে ফেলে, অভিযোগ সনাতনী ঢাকিদের

ঢাকের ছন্দ নিয়ে নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব

তুহিনা মণ্ডল

'ওদের নিয়ে খবর হয়, লোকে আগ্রহ নিয়ে দেখে। শহুরে লোকজন ছবি তোলে। কিন্তু কাহার্বা- ত্রিতাল থেকে ঢাকের লড়াই, সবকিছুতেই আমাদের থেকে পিছিয়ে ওরা। কিন্তু ওই .....'

বিগত কয়েক বছর ধরেই ময়দানে নেমেছেন মহিলা ঢাকিরা। যা খাপ খেয়েছে পুজোর থিমের সঙ্গেও। অন্য আর পাঁচটা পেশার মতো ঢাক বাজানোটাকেও পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন অনেক মহিলাই। নিরাশ করেনি তিলোত্তমাও। শহরের বেশ কয়েকটি বড় পুজোতে ঢাক বাজাতে দেখা গেছে মহিলাদের। শিল্পী সম্মানের পাশাপাশি চড়া সাম্মানিক দিতে হয় মহিলা ঢাকিদের, এমনটাই জানান দক্ষিণ কলকাতার এক নামকরা পুজোর উদ্যোক্তা বাপি সেন।

একদিকে যখন মহিলা ঢাকিদের চাহিদা তুঙ্গে, তখন অস্তিত্বের জন্য লড়াই চালাচ্ছেন সনাতনী ঢাকিরা। পাশাপাশি তাঁদের দাবি, মহিলারাও প্রশিক্ষণ নিয়ে ভাল ঢাক বাজান। কিন্তু শারীরিক বলের অভাবেই কখনও কখনও খেই হারিয়ে ফেলেন তাঁরা। অন্যদিকে পুরুষ ঢাকিরা পর্যাপ্ত যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ডাক পড়ে না।

রবিবার শোভাবাজার লাগোয়া অঞ্চলে রাস্তার ওপরেই আসর বসিয়েছিলেন জেলা থেকে আসা ঢাকিরা। শুধু ঢাকি নয়, হাজির ছিলেন কুড়কুড়ি বাদকেরা।

কেমন রয়েছেন জেলার ঢাকিরা? পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থেকে আসা বাবলু রুইদাস জানান, তাঁদের দলে ৫ জন রয়েছেন। দশমীতে কলকাতায় এসেছেন তাঁরা ২৩ তারিখ পর্যন্ত নিমতলা ঘাট, শোভাবাজার ঘাটে ভাসানের সময় ৪ থেকে ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ঢাক বাজান তাঁরা। দুর্গাপুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় রুজির টানে চাষবাস করেন বলেই জানান তিনি। ওই দলেরই আরেক সদস্য লক্ষ্মীকান্ত রুইদাসের কথায়, নিতান্তই নেশাতে এখনও ঢাক বাজান তাঁরা। নতুন প্রজন্মের ঢাক বাজানো পেশায় চূড়ান্ত অনীহা বলেও দাবি করেন তিনি।

২০১২ সালে ঢাকিদের 'শিল্পী কার্ড' দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল রাজ্য সরকার। এই উদ্যোগ মোতবেক, ব্লক স্তরে ঢাক বাজিয়ে সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জানাবেন ঢাকিরা। বিনিময়ে প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট অর্থ সরকার বরাদ্দ করেছিল এই শিল্পীদের জন্য। কিন্তু বেশির. ভাগ ঢাকিরই অভিযোগ, বংশপরম্পরায় ঢাক বাজানোর পেশায় থাকলেও কোনও 'শিল্পী কার্ড' তাঁদের দেওয়া হয়নি।

বাবা-কাকারা কলকাতায় এসেছেন ঢাক বাজাতে । তাঁদের হাত ধরেই ঝাঁঝ বাজাতে প্রথমবার কলকাতায় এসেছেন ৮ বছরের রীতা রুইদাস। 'আচ্ছা বড় হয়ে কি রীতাও ঢাক বাজানোটাকে পেশা হিসাবে নেমেছেন?' তড়িঘড়ি উত্তর দিলেন রীতার বাবা স্বরূপ রুইদাস। তার কথায়, লেখাপড়া করে মেয়ে বড় হবে। তিনি আরও বলেন, মেয়েদের জন্য ঢাক বাজানোর পেশা নয়।

'কিন্তু বর্তমানে তো মেয়েরাও ঢাক বাজাচ্ছে?'

এই প্রশ্নের উত্তরে ক্ষোভ উগরে দিলেম আশপাশের ঢাকিরাও। কাটোয়া থেকে আসা বরুণ রুইদাস জোর গলায় দাবি করলেন, ঢাকের লড়াই হলে মেয়েরা সবসময় পিছিয়ে থাকে। কাহার্বা, ত্রিতাল, ১৬ মাত্রা এইসব ছন্দ মেলাতে গেলে শারীরিক ক্ষমতা লাগে। আর এখানেই পিছিয়ে পড়েন মহিলারা।

এমনকি মহিলাদের প্রতিযোগীও মনে করতে নারাজ তাঁরা। তাঁদের কথায়, খবরের কাগজে নাম তোলানোর জন্য এবং আলাদা কিছু করার তাগিদেই অনেক পুজোমন্ডপ মহিলা ঢাকিদের হাজার হাজার টাকা দিয়ে ডাকেন। কিন্তু বহু মহিলা শিল্পীর থেকে ভাল ঢাক বাজালেও ডাক পড়ে না পুরুষ শিল্পীদের।

সত্যিই কি পুরুষ ঢাকিদের থেকে পিছিয়ে মহিলারা?

পুরো বিষয়টি প্রসঙ্গে মহিলা ঢাকিদের প্রশিক্ষক শিবপদ দাস জানান, ঢাক বাজাতে গেলে কনুইয়ের জোর বেশি লাগে। সেক্ষেত্রে মেয়েদের শিখতে একটু বেশি সময় লাগে। সেক্ষেত্রে পুরুষ ঢাকিদের অল্প এগিয়ে রাখলেন তিনি। যদিও শিবপদবাবু জানান, 'যদি মহিলারা ভাল বাজাতে না পারত, তাহলে তাদের পুজো উদ্যোক্তারা এত টাকা দিয়ে বায়না দিত না।'

এবার কি অরাজনৈতিক মঞ্চ ছেড়ে পদ্ম শিবিরে সরকারবিরোধী প্রতিবাদী মুখেরা?

অরিজিৎ মুখার্জি

অরাজনৈতিক মঞ্চ ছেড়ে এবার কি রাজনৈতিক মঞ্চে পা রাখতে চলেছেন কামদুনির টুম্পা, বালির প্রতিমা, বেলপাহাড়ির শিলাদিত্যর মতে প্রতিবাদী মুখেরা? সরকারবিরোধী প্রতিবাদের মঞ্চ হিসেবে পদ্ম শিবিরকেই বেছে নিতে চাইছেন তাঁরা? এমনই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজ্য রাজনীতিতে। সূত্রের খবর, লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে নানা ঘটনায় প্রতিবাদী মুখদের বিজেপিতে আনার প্রয়াস শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। নির্বাচনী প্রচারে তাঁদেরকে অন্যতম মুখ হিসেবে ব্যবহারও করা হতে পারে। আর তাই বিজেপির নির্বাচনী কমিটির আহ্বায়ক মুকুল রায় এখন থেকেই সেই প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন।

এখনও পর্যন্ত প্রতিবাদী মুখ হিসেবে পরিচিত ১০ জনের কাছে বিজেপিতে যোগদানের প্রস্তাব গেছে বলে সূত্রের দাবি। যাঁদের বেশির ভাগই 'সেভ ডেমোক্রেসি' বা 'আমরা আক্রান্ত' মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তবে সকলেই এই বিষয়ে সম্মতি দিয়েছেন বা আগ্রহ দেখিয়েছেন তা নয়, তবে বেশ কয়েকজন যে বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন তা স্পষ্ট। কারণ, এবার পুজোর সপ্তমীর দিন বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের বাড়িতে বেশ কয়েকজন প্রতিবাদী মুখের উপস্থিতি নজরে আসে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, কামদুনি আন্দোলনের দুই অন্যতম মুখের মধ্যে একজন টুম্পা কয়াল, বালির পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনে দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত তপন দত্তর স্ত্রী প্রতিমা দত্ত, কামদুনির প্রতিবাদী শিক্ষক প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, পাঁচপাড়ার বাবলু দাস, দুইল্যার বিক্রমাদিত্য আইচ, গোপাল পাত্র ও বিকাশ দাস। তাঁরা সকলেই মুকুলের আমন্ত্রণ রক্ষায় হাজির হয়েছিলেন বলে দাবি করলেও আসলে বিষয়টি যে অন্য তা ঘুরিয়ে স্বীকারও করে নিয়েছেন কেড কেউ।

সূত্রের দাবি, অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র, প্রতিবাদী শিক্ষক নিহত বরুণ বিশ্বাসের দিদি, কামদুনির আর এক প্রতিবাদী মুখ মৌসুমি কয়াল সহ আরও কয়েকজনের কাছে এই প্রস্তাব গিয়েছে বলা যেতে পারে। যাঁদের কছে এই প্রস্তাব গিয়েছে, তাঁদের একাংশ যেমন বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন, ঠিক তেমনই একাংশ স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, 'লড়াইটা শুরু হয়েছিল অরাজনৈতিক মঞ্চ থেকে। আগেই বলা হয়েছিল ব্যক্তিগত মতাদর্শ থাকলেও সরাসরি রাজনৈতিক মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হব না। এখনও পর্যন্ত সেটা রক্ষা করে চলার চেষ্টা করেছি। সেটাই করব।'

এই বিষয়ে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, একসময় তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড মুকুল রায় বিজেপিতে গিয়েছেন এক বছর হয়ে গেল। কিন্তু বিজেপি'কে সেভাবে কিছু উপহার দিতে পারেননি এখনও। মুখে বারবার বলেছেন তৃণমূলের একাধিক বিধায়ক, সাংসদ, নেতা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। খুব তাড়াতাড়ি তাঁরা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেবেন। শুধু তৃণমূল নয়, অন্যান্য দল থেকেও তাঁর হাত ধরে বিজেপিতে আসবেন অনেকে। কার্যক্ষেত্রে তৃণমূল বা অন্যান্য দলের দুই-একজন প্রাক্তন বিজেপিতে গেলেও, তাঁদের অনেকেই আবার নিজের দলে ফিরে এসেছেন। শেষ পঞ্চায়েত নির্বাচনেও যে আস্ফালন তিনি ও তাঁর দল করেছিলেন, তারও কোনও প্রভাব দেখা যায়নি। সম্প্রতি এই নিয়ে দলের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্বেও জড়িয়েছেন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে। তাঁর কাজের মূল্যায়ন কযে রাজ্যের নির্বাচনী কমিটির আহ্বায়ক করলেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এখনও পর্যন্ত কোনও পদও দেননি তাঁকে। এই অবস্থায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে যদি নিজের কর্মক্ষমতা বা কর্মদক্ষতা দেখাতে না পারেন, তাহলে দলের অভ্যন্তরে তিনি যে কোণঠাসা হয়ে পড়বেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই পরিস্থিতিতে শুধু কোনও রাজনৈতিক দল নয়, অরাজনৈতিক মঞ্চের নানা প্রতিবাদী মুখকেও বিজেপিতে টানার চেষ্টা করছেন তিনি। তবে একাজে তিনি কতটা সফল হবেন, তা সময় বলবে।

শুরু হল আনন্দমূর্তিজির ২৯ তম মহাপ্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি— রবিবার মহা সমাবোহে শুরু হল আনন্দমূর্তিজির ২৯ তম মহাপ্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন। চলবে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত। সারা বিশ্বের প্রায় কয়েক হাজার আনন্দমার্গী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য হাজির হতে শুরু করেন আগে থেকেই।

প্রতি বছরই এই দিনটিতে আনন্দমূর্তিজির মহাপ্রয়াণ দিবস পালন করেন তাঁর শিষ্যরা। এবারও আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের উদ্যোগে কলকাতা তিলজলায় তাঁর আনন্দমার্গ আশ্রমে সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আশ্রমের অন্যতম পদাধিকারী আচার্য দিব্যচেতনানন্দ অবধূত বলেন, 'রবিবার থেকে টানা ছয়দিন চলবে এই অনুষ্ঠান। শান্তিপূর্ণ ভক্তিময় আবহাওয়ায় টানা ছয়দিনে বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজিতে মোট ১২০ ঘণ্টা ধরে চলবে নাম সংকীর্তন। এছাড়াও প্রতিদিন নিয়ম করে প্রভাত সংগীত, উপাসনা, গুরু পূজা, গুরু বাণী ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনাসভা চলবে।' এর. পাশাপাশি তিনি এও জানান, এখনও পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য সারা বিশ্ব থেকে প্রায় ২০০০ শিষ্য এসে হাজির হয়েছেন। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত আরও অনেক শিষ্য আসবেন। প্রায় ৫০০০ জনের উপস্থিতিতে ছয়দিনের মহানাম সংকীর্তনের সমাপ্তি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, এই দিনের সূচনা অনুষ্ঠানে আনন্দমূর্তিজির প্রতিকৃতিতে মালা দেন আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের সভাপতি আচার্য কিংশুকরঞ্জন সরকার। এই পর্বে তাঁকে ১০০ জনের এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গার্ড অব অনার দেয়।

গঙ্গাসাগরে গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২১ অক্টোবর— রবিবার সকালে গঙ্গাসাগর গ্রামে গৃহবধূ স্বর্ণলতা মণ্ডলের (৪০) মৃতদেহ উদ্ধার হলে চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতের বাপের বাড়ির অভিযোগে গৃহবধূর শ্বশুরকে গ্রেফতার করেছে গঙ্গাসাগর উপকূল থানা। স্বামী-শাশুড়ি পলাতক। স্থানীয় ও পুলিশি সূত্রে জানা গেল, সাগর ব্লকের গঙ্গাসাগর গ্রামের রাধেশ্যাম মণ্ডলের সঙ্গে বিয়ে হয় বেগুয়াখালির স্বর্ণলতার। দম্পতির তিন সন্তান। পারিবারিক অশান্তির জেরে মারধর করে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ মৃতার আত্মীয়দের। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে কাকদ্বীপ হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড
রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলোক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০ ০০১, ফোন : ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com
ইমেল : info@dynamicarchistructures.com
CIN : L45201WB1996PLC077451

এতদ্বারা ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৭(১) সংস্থান অধীনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় তিনমাস/অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য কেম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে সোমবার, ২৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে বেলা ২.৩০টায় কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত রেগুলেশনের ৪৭(২) সংস্থান অধীনে উক্ত নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
দানমাল পরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00581351
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২০ অক্টোবর, ২০১৮

থিম-পুরস্কারের ছড়াছড়ি দেবীদুর্গার আসল পুজো হারিয়ে যাচ্ছে

নারায়ণ দাস

আনন্দে নিয়ম নাস্তি। আনন্দে বিনোদনে অর্থও অনেক ক্ষেত্রেই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। বিধিমতো পাঁচদিনের দুর্গোৎসব প্রায় দশ দিনে শেষ হল। আগামী বছর হয়তো এই শারদোৎসব চলবে ১৫ দিন। পুজো নয়, পুজোর প্রারম্ভিক প্রস্তুতি শুরু হল মহালয়ার দু'দিন আগের থেকেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই উৎসবের শুরু এই বঙ্গে, যখন তিনি শহরের উপকণ্ঠে একটি সাড়া জাগানো পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে দিলেন। তারপর প্রতিদিনই একের অধিক শহরের বৈচিত্রপূর্ণ পুজোর উদ্বোধন শুরু করে দিলেন প্রদীপ প্রজ্বলিত করে, যা চলল উমা মায়ের বোধনের আগের দিন পর্যন্ত। আর সেই সঙ্গে দর্শনার্থীদেরও ঢল নামল, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার আগেই সেই সব প্রতিমা দেখতে, বলা যায় বিধি, তিথিমতো পুজো শুরু না হতেই পুজো। তখন থেকেই উৎসবের চেহারা নিল মহানগরী। তিতলি বিদায় নিল। মেঘ কেটে নির্মল শরতের আকাশ দেখা দিল। উমার পিতৃগৃহে আগমন হল ঘোটকে অর্থাৎ ঘোড়ায় চড়ে। আবার পতিগৃহে ফিরে গেলেন দোলায়।

কত কোটি টাকা উড়ল এই উৎসবে? সারা রাজ্য মিলে হিসেব করলে কয়েকশ' কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াবে। সেই সঙ্গে পুজোর আনুষ্ঠানিক কাজে, প্রস্তুতির কাজে, প্যান্ডেল নির্মাণের কাজে হাজার হাজার মানুষের রোজগারের রাস্তাও খুলে গেল। আর ব্যবসায়ীরা অনেকেই সারা বছরের উপার্জন, এই পুজোতে করে নিলেন।

কিন্তু ক'টা সর্বজনীন পুজো বিধিমতো, নিয়ম ও আচার মেনে হল? যত দিন যাচ্ছে, যত আমরা সামনের দিকে এগোচ্ছি, তত সাধারণের দুর্বোধ্য থিমের দিকে পুজো এগোচ্ছে। আর তা করতে হচ্ছে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য, পুরস্কার পেয়ে সুনাম কুড়ানোর জন্য। আর আচার মেনে পুজোর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাহলে এই থিম-প্রভাবিত পুজোর সামনে শ্রদ্ধাবনত হয়ে দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করার মাত্রাও দিন দিন কমে আসছে। যেমন শাসক দলের একজন সাংসদ, তিনি আবার বিশিষ্ট আইনজীবীও, বললেন, এখন দুর্গাপুজো নয়, থিমে পুজো হয়। আর সেই থিমকে মোটামুটি রূপ দিতে গিয়ে মায়ের পুজোর সেই আবার-রীতি, নিয়ম-নিষ্ঠা, শ্রদ্ধাভক্তি লোপ পাচ্ছে। তাই দুর্গাপুজো আর পুজো থাকছে না। 'আমার বাড়িতে আমি নিয়ম মেনে দুর্গাপুজোই করে যাচ্ছি, এবারও করলাম', তিনি বললেন।

এবারের পুজো শেষ হল। শহরের যেসব বড় পুজোর উদ্যোক্তারা এবার থিমের পুজোর প্রতিযোগিতায় নেমে, অনেকেই পুরস্কার শারদ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, তাঁরা এখন থেকেই আগামী বছরের থিমের খোঁজে নেমে পড়বেন। এই বিশাল ভারতের কোথায় আছে এমন মন্দির, যাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন হল, মানুষের একটি তীর্থক্ষেত্র পরিণত হয়েছে, যা এখনও এই শহরের কোনও বড় পুজোর থিম হয়নি। সেই মন্দিরের আদলেই আগামী বছর প্যান্ডেল তৈরি হবে আর সেই মন্দিরের বৈশিষ্ট্যই তুলে ধরা হবে পুজোয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

শুধু শহর নয়, গ্রামেগঞ্জেও থিমের পুজো শুরু হয়ে গেছে--- যদিও তা শহরের মতো ব্যাপক প্রসার ঘটেনি। গ্রামে প্রতিযোগিতা কম, কিন্তু দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করতে থিমের আমদানি করতেই হবে। শহরের অতি বৈচিত্র্যে ভরা পুজো দেখে গ্রামে ফিরে গিয়ে গ্রামের সেই চিরাচরিত প্রথা মেনে পুজো দেখে গ্রামের মানুষের মন ভরবে না। তাই চাই থিম--- প্রতিমায়, প্রতিমার সাজসজ্জায়, যাকে ঘিরে গ্রামের মানুষেরও কৌতূহল বাড়বে। শহরের তুলনায় গ্রামও পিছিয়ে থাকবে না।

থিম নিয়ে এত বাড়াবাড়ি হলেও এখনও আচার, রীতি-নীতি থেকে যেসব পুজো হয়, তার আকর্ষণ কমে গেলেও শেষ হয়ে যায়নি। তাই দেখা যায়, ঐতিহ্যে ভরা, অনেক সুনাম সুযশের অধিকারী বাগবাজার সর্বজনীন পুজো লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীকে টানে। বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের পুজো দেখতে, প্রসাদ গ্রহণ করতে, হাজার হাজার ভক্ত/দর্শনার্থী লাইনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেন। শহর ও জেলায়, বনেদি বাড়ির পুজো দেখতে এখনও ভিড় উপচে পড়ে। কারণ এই পুজো হয় নিয়ম মেনে,নিষ্ঠা সহকারে, পুজোর নির্ঘণ্ট অনুসারে।

দুই দশক আগেও কলকাতা মহানগরীর পুজো, থিমে পুজোর রূপ নেয়নি। বড় বড় সর্বজনীন পুজো, নিয়ম মেনেই হত। বাহারি প্যান্ডেল হত, হত আলোকসজ্জা, যা তখন দর্শনার্থীদের টানত। গত কয়েক বছর হল দেখা যাচ্ছে থিমের ছড়াছড়ি। বেড়ে যাচ্ছে প্রতিযোগিতা। বিচারকরা, যাঁরা অনেকেই পুজোর অনেক কিছুই জানেন না, ইতিহাস জানেন না প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা, শ্রেষ্ঠ থিম, শ্রেষ্ঠ আলোকসজ্জার জন্য, পুজোর নাম ঘোষণা করছেন। ফলে প্রতিযোগিতা, পুরস্কার, শারদ সম্মান পাওয়ার লোভ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। আর নিয়ম মেনে পুজো অগ্রাধিকার হারাচ্ছে। এরপর হয়তো দেখা যাবে, মহাষ্টমীর যেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেই সন্ধিপুজো আর নির্দিষ্ট সময় মেনে আর হচ্ছে না--- জোগাড় করা যাচ্ছে না ১০৮ পদ্মও। কারণ উদ্যোক্তাদের নজর সাজসজ্জার দিকে, থিমের প্রকৃত রূপ নিয়ে--- নিয়ম মেনে পুজো এখানে অকিঞ্চিৎকর। প্রবীণ বিদ্বজ্জনদের মতে, পুজো নিয়ে এই থিমের খেলা, এই মাতামাতি, এই প্রযিযোগিতা, এই পুরস্কারের ঢল অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। নিয়মনিষ্ঠা ও আচার মেনে পুজো হোক। সেটাই হবে উমা মায়ের আসল পুজো।

পুলিশ ও তৃণমূলের বাধায় বিজেপি কর্মীরা ঘরে ফিরতে ব্যর্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ অক্টোবর— পুলিশ ও শাসক দলের কর্মীদের তুমুল বিক্ষোভের জেরে গ্রামে যেতে পারছেন না বিজেপির রাজ্য নেতা জয় ব্যানার্জি। রবিবার জেলা বিজেপি'র পক্ষ থেকে আউশগ্রাম যাওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি তৃণমূলের অফিস ভাঙচুরের মিথ্যা অপবাদে ৯ জন বিজেপি সমর্থকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করায় তাঁরা ঘরছাড়া। জয় ব্যানার্জি ও বিজেপির জেলা সভাপতি সন্দীপ নন্দী সহ সমর্থকরা ঘরছাড়া বিজেপি নেতাদের ঘরে ফেরাতে আউশগ্রামের ছোরাকলোনিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু পথে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয় তালিত ও এরগ্রামের মাঝে। তাঁরা ফিরে যান। জয় ও সন্দীপ বর্ধমানে ফিরে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, পুলিশ তাঁদের আটকে দেওয়ায় সমর্থকদের ফেরাতে পারেননি। এরপর পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি দেখা করেননি বলে অভিযোগ। তাঁরা বলেন, পুলিশ শাসকদলের হয়ে কাজ করছে, তাই কোনও কথা শুনছে না।

TATA
TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED
CIN : L15491WB1962PLC031425
Registered Office : 1, Bishop Lefroy Road, Kolkata-700020
Tel: +91 033 22813779/3891, Fax : 033-22811199
Email : investor.relations@tgbl.com, Website : www.tataglobalbeverages.com

NOTICE is hereby given that the certificate(s) for the undermentioned securities of the Company has/have been lost / mislaid and the holder(s) of the said securities has/have applied to the Company to issue duplicate certificate(s).

Any person who has a claim in respect of the said certificates should lodge such claim with the Company at its Registered Office, within 15 days from the date of publication of this Notice, else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) without further intimation.

Name of the Registered Shareholder	No. of Equity Shares of Re. 1/- each	Distinctive Nos.
Jatindra Nath Boruah	2350	2151671 - 2154020

For Tata Global Beverages Limited
Neelabja Chakrabarty
Company Secretary
Place : Kolkata
Date : October 22, 2018